তারিখ ... 18 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৬ ...

সংবাদ

সেলিম আল দীন জন্মোৎসব আজ

সাংস্কৃতিক বার্তা পরিবেশক

আজ ১৮ আগস্ট, নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের ৬৭তম জন্মবার্ষিকী। ১৯৪৯ সালের এই দিনে ফেনী জেলার সোনাগাজী থানার সেনেরখিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তার হাত ধরেই বাংলা নাটক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করে। প্রখ্যাত এই নাট্যকার ও গবেষক নাটকের আঙ্গিক ও ভাষার ওপর গবেষণা করেছেন। মধ্যযুগের বাংলা নাট্যরীতি নিয়ে গবেষণা করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেলিম : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

সেলিম : আল দীন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। বাংলাদেশে একমাত্র বাংলা নাট্যকোষেরও তিনি প্রণেতা। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণকেন্দ্রিক এথনিক থিয়েটারেরও তিনি উদ্ভাবনকারী।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠা সেলিম আল দীনের হাত ধরেই। ঢাকা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সেলিম আল দীন ১৯৮১-৮২ সালে নাট্য নির্দেশক নাসির উদ্দিন ইউসুফকে সাথী করে গড়ে তোলেন গ্রাম থিয়েটার। তার প্রথম রেডিও নাটক বিপরীত তমসায় ১৯৬৯ সালে এবং টেলিভিশন নাটক আতিকুল হক চৌধুরীর প্রযোজনায় লিব্রিয়াম (পরিবর্তিত নাম ঘুম নেই) প্রচারিত হয় ১৯৭০ সালে। আমিরুল হক চৌধুরী নির্দেশিত এবং বহুবচন প্রযোজিত প্রথম মঞ্চনাটক সর্প বিষয়ক গল্প মঞ্চায়ন করা হয় ১৯৭২ সালে। তিনি শুধু নাটক রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি, বাংলা ভাষার একমাত্র নাট্য বিষয়ক কোষগ্রন্থবাংলা নাট্যকোষ সংগ্রহ, সংকলন, প্রণয়ন ও সম্পাদনা করেছেন।

তার প্রথমদিককার নাটকের মধ্যে সর্প বিষয়ক গল্প, জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন, মূল সমস্যা, এগুলোর নাম ঘুরে ফিরে আসে। সেই সঙ্গে বাসন (১৯৮৫), কীত্তনখোলা (১৯৮৬), কেরামতমঙ্গল (১৯৮৮), ঢাকা (১৯৯১), হরগজ (১৯৯২), যৈবতী কন্যার মন (১৯৯৩), হাতহদাই (১৯৯৭), প্রাচ্য (২০০০) তাকে ব্যতিক্রমধর্মী নাট্যকার হিসেবে পরিচিত করে তোলে। ২০০২ সালে নিমজ্জন নামে মহাকাব্যিক এক উপাখ্যান বেরিয়ে আসে সেলিম আল দীনের কলম থেকে। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি পেয়েছেন একুশে পদক, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, কথক সাহিত্য পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ টেলিভিশন নাট্যকার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, অন্য থিয়েটার (কলকাতা কর্তৃক প্রদত্ত সংবর্ধনা), নান্দিকার পুরস্কার (অ্যাকাডেমি মঞ্চ কলকাতা), খালেকদাদ চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী সম্মাননাসহ নানা সম্মাননা ও পুরস্কার। ২০০৮ সালের ১৪ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন এই নাট্যাচার্য।

এ উপলক্ষে আজ শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী 'সেলিম আল দীন উৎসব'। যৌথভাবে এই উৎসবের আয়োজন করেছে ঢাকা থিয়েটার, বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার, সেলিম আল দীন ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আজ সকাল সাড়ে ৯টায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখকের সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। বিকেল ৪টায় হবে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মঞ্চে সেলিম আল দীন উৎসবে প্রধান অতিথি থাকবেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ।

এদিন সন্ধ্যা ৭টায় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের দেয়া হবে পুরস্কার। অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদকে দেয়া হবে 'সেলিম আল দীন পদক'। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় থাকছে সেলিম আল দীন রচিত নাটক 'নিমজ্জন'-এর মঞ্চায়ন। নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন নাসিরউদ্দীন ইউসুফ। শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় পরীক্ষণ থিয়েটার হলে থাকছে নাটক 'কারবালার জারি'। মীর মশাররফ হোসেনের রচনায় এটি নির্দেশনা দিয়েছেন রেজা আরিফ। প্রযোজনা করেছেন জাবির নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ। সেলিম আল দীন উৎসবের শেষ দিন থাকছে 'সেলিম নাট্যমঞ্জরি'। শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় পরীক্ষণ থিয়েটার হলে ঢাকা থিয়েটারের পরিবেশনায় মঞ্চায়ন হবে 'পুতুল তোমার জন্ম কী রূপ'। এতে অভিনয় করবেন শিমূল ইউসুফ।